The Bangladesh Observer / ভোরের কাগজ

ভোরের কাগজ

16 APR 2003

বেতন ও উপবৃত্তির টাকা তুলতে বিড়ম্বনা

নির্ধারিত ব্যাংক প্রত্যন্ত অঞ্চলে হওয়ায় সহস্রাধিক শিক্ষক-ছাত্রীর দুর্ভোগ চরমে

নান্দাইল (ময়মনসিংহ) প্রতিনিধি : নান্দাইল উপজেলার বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা যে ব্যাংক থেকে দেওয়া হয়, সেটি উপজেলা সদর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারী ও ছাত্রীদের টাকা উত্তোলন করতে প্রতিনিয়ত হয়রানি ও বিড়ম্বনার শিকার হতে হয়। কখনো কখনো এ কাজে সারাদিনই লেগে যায়। এজন্যে উপজেলা সদরে ব্যাংকের একটি শাখা স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিনের হলেও কর্তৃপক্ষ তাতে সায় দিচ্ছে না বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের।

নান্দাইলে একমাত্র অগ্রণী ব্যাংকটি উপজেলা সদর থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার দূরে প্রত্যন্ত জনপদ রাজগাতী ইউনিয়নের কালীগঞ্জ বাজারে অবস্থিত। উপজেলার বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত দেড় হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ও ছাত্রী উপবৃত্তির টাকা এ ব্যাংক থেকেই উত্তোলন করা হয়। সেখানে টাকা উত্তোলন করতে গেলে প্রায়ই বলা হয় এখন টাকা নেই। টাকা আনতে কিশোরগঞ্জে লোক পাঠানো হয়েছে। আসলে পরে পাওয়া যাবে।

এজন্য টাকা উত্তোলনকারীদের অপেক্ষা করতে হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। মূলত উপজেলা সদরে না হয়ে কালীগঞ্জ বাজারে অবস্থিত হওয়ায় নান্দাইলের দেওয়ানগঞ্জ, বাকচান্দা খারুয়া, বীর কামটখালী, জাহাঙ্গীরপুর, শেরপুরসহ প্রত্যন্ত এলাকা থেকে শিক্ষক-কর্মচারীসহ ছাত্রীরা খুব সকালে ব্যাংকে গিয়ে সন্ধ্যার আগে বাড়ি ফিরতে পারেন না।

ছাত্রী-শিক্ষকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় কয়েকজন সাংবাদিক গত ৩০ মার্চ সরজমিন ব্যাংকে গিয়ে দেখতে পান শত শত শিক্ষক-কর্মচারী চেক জমা দিয়ে অপেক্ষা করছেন। টাকা দিচ্ছেন না কেন জানতে চাইলে সেকেন্ড অফিসার আঃ জলিল জানান, কিশোরগঞ্জ থেকে টাকা আসলে তারপর দেওয়া হবে। চেক রেখে টোকেন দিন বললে তিনি জানান, টোকেন যা ছিল দিয়ে দিয়েছি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন মাদ্রাসা সুপার বললেন, এ ব্যাংকে টাকা তুলতে এলে সঙ্গে চিড়া, মুড়ি নিয়ে আসতে হয়। কারণ সারাদিন থাকতে হয়, পেট তো আর ওসব মানে না। বাঁশহাটী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রবাল কান্তি মজুমদার বলেন, আমরা যে বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক তা এ ব্যাংকে এলেই বেশি মনে হয়।

ব্যাংকের সামনে একটি দোকানের বারান্দায় দেখা গেলো উপবৃত্তির টাকা তুলতে আসা বেশকিছু ছাত্রীকে। তারা জানায়, সকাল ১০টায় ব্যাংকে এসে এখন ২টা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। ব্যাংকে টাকা থাকে না কেন জিজ্ঞেস করলে ব্যাংকের ব্যবস্থাপক বীরেন্দ্র দেবনাথ জানান, এখানে কোনো নিরাপত্তা ভোল্ট নেই। তাই টাকা রাখা হয় না। এমন জায়গায় ব্যাংকে কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, এটা কর্তৃপক্ষ জানে।

অগ্রণী ব্যাংকের একটি শাখা শুধুমাত্র শিক্ষক-ছাত্রীদের পাওনা মেটাতে একটি গ্রাম্য বাজারে গত ২০ বছর ধরে থাকি যাচ্ছে। অথচ নান্দাইলের শত শত শিক্ষক, কর্মচারী ও ব্যবসায়ী নান্দাইল সদরে অগ্রণী ব্যাংকের একটি শাখা খোলার জন্য আবেদন-নিবেদন করেও কর্তৃপক্ষের সাড়া পায়নি। বিষয়টি কেউ ভেবেও দেখেনি।